হেল্প (HELP)

দি মোনঘরীয়ান্স

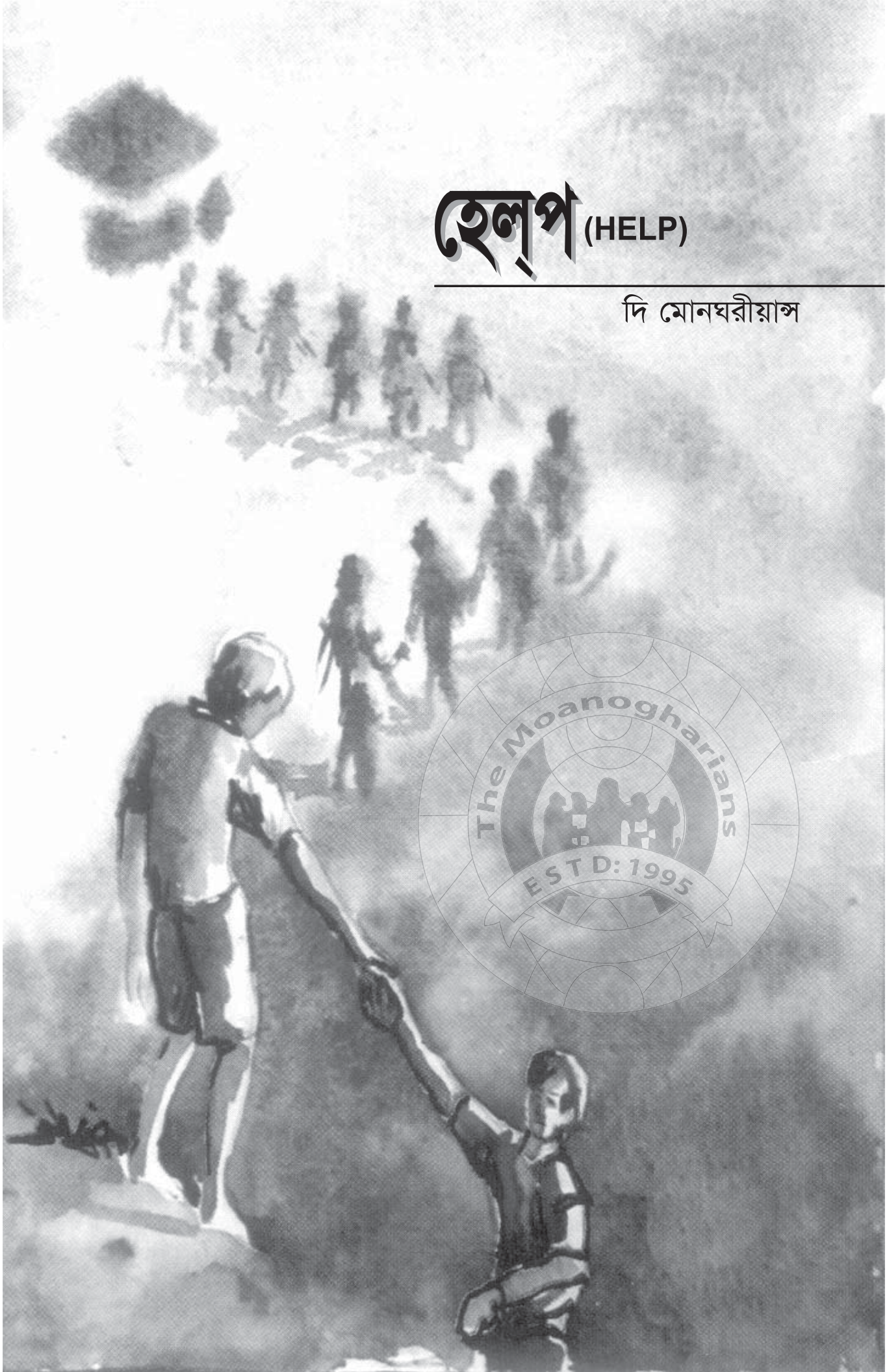

The Moanogharians
ESTD: 1995

হেল্প

◆ সম্পাদক

নন্দ কিশোর চাকমা

◆ কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও প্রচ্ছদ ডিজাইন

ভানরাম থ্লির বম

◆ প্রকাশনায়

দি মোনঘরীয়ান্স

◆ প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০১৬

◆ শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০ টাকা

◆ মুদ্রণে

সীবলী অফসেট প্রেস

কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি।

ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৮৮২

সূচীপত্র

১.	দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে	পৃষ্ঠা- ২
২.	মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারনা	পৃষ্ঠা- ৩
৩.	হেল্প কর্মসূচিতে মেমোরিয়্যাল বৃত্তিসমূহ	পৃষ্ঠা- ৫
৪.	হেল্প এর অধীনে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা এবং তাদের কয়েকজনের অভিব্যক্তি	পৃষ্ঠা- ১২
৫.	চিত্রের মাধ্যমে এক নজরে হেল্প	পৃষ্ঠা- ২৯
৬.	খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলার মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ	পৃষ্ঠা- ৩০
৭.	আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব	পৃষ্ঠা- ৩২
৮.	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৬ পর্যন্ত যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন	পৃষ্ঠা- ৩৩

দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য- মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। সংক্ষেপে এটি মোনঘর হেল্প (Higher Education Loan Program- HELP) নামে পরিচিত।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া মোনঘর উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে সর্বশেষ পর্যায়টি শুরু হয় ২০১১ সালে। এ শিক্ষা কার্যক্রম কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ২০১১ সালের জুলাই মাসে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে শুরু হয় যারা ছিল সবাই কলেজ পড়ুয়া। বিগত জুন ২০১৬ সালে এটি পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে। মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের উদ্যোগে পরিচালিত এ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। খুব শুরুতে চাঁদা প্রদানকারী সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪ জন। বর্তমানে দুইশ এর অধিক জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, মোনঘরের শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গ এ কর্মসূচীতে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

হেল্প এর অধীনে উল্লেখিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মাসে বর্তমানে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দিতে হয়। শুধুমাত্র মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষে উক্ত টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। আশার কথা প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ কর্মসূচীতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানকারীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে সুশীল তথা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ এ মহতি কাজে এগিয়ে আসছেন। মোনঘরের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের কার্যক্রম গত ২০১৫ সাল থেকে চলমান রয়েছে। এছাড়া এ কর্মসূচীর আওতাধীনে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্মৃতিস্মারক বৃত্তি চালু করেছেন। প্রতি বছর বৃত্তির সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। আমরা দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে মোনঘরের সকল প্রাক্তন ছাত্রী-ছাত্রী, শিক্ষানুরাগি ও শুভাকাড়খীদের এই মহতী কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে একটি শিক্ষিত সমাজ গড়তে সহযোগীতা করার আহ্বান জানাবো।

আর্থিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অংশ হিসেবে বিগত সংখ্যাটির ধারাবহিকতায় হালনাগাদ আকারে এ সংখ্যাটি(তৃতীয়) প্রকাশ করা হল। এছাড়াও প্রতিমাসের সকল আর্থিক হিসাব নিকাশ ই-মেইল/ এসএমএস এর মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়। একইভাবে ষান্মাষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনও নিয়মিত প্রদান করা হয়ে থাকে। আমরা হেল্প-এর কার্যক্রম আরো ভালভাবে পরিচালনার জন্য সকলের মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

যারা মোনঘরের হেল্প কার্যক্রমকে প্রচারিত ও প্রসারিত করার জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাঁদের যারা এ কর্মসূচি চলমান রাখতে সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

যারা এ পুস্তিকা প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেঁর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। হেল্প এর সহযোগিতায় অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী তাদের মতামত দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ রইল।

নন্দ কিশোর চাকমা
সাধারণ সম্পাদক

বিপ্লব চাকমা
সভাপতি

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারনা

পটভূমিঃ মোনঘর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত তিন দশকের অধিক সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা থেকে দশ ভাষাভাষি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে ১৩৫০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন আবাসিক। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মোনঘরের বরাবরই সুনাম রয়েছে। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় বরাবরই ভাল ফলাফল করে আসছে। তিন পার্বত্য জেলার বিচারে এসব পরীক্ষাতে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় হতে জিপিএ 'এ' ও 'এ প্লাস' প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বরাবরই অনেক উপরে থাকে।

মোনঘরে ১ম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এসএসসি'র পর তাদের ভবিষ্যত কী হবে - এটা বরাবরই বড় প্রশ্ন ছিলো। এই প্রশ্নের মীমাংসা হিসেবে ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হতো। এসব ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা তথা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোনঘর কর্তৃপক্ষ আশি দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম' (Moanoghar Higher Education Loan Program- HELP) শুরু করে, যা 'হেল্প' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে মোনঘরের আর্থিক সংকটের কারণে ২০০৬ সালে এই 'হেল্প' কর্মসূচী স্থগিত হয়ে যায়। তবে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১১ সালে 'দি মোনঘরীয়ান্স' উক্ত 'হেল্প' পুনরুজ্জীবন করতে এগিয়ে আসে। বর্তমানে দি মোনঘরীয়ান্স এবং মোনঘরের উদ্যোগে পরিচালিত এই 'হেল্প' কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম কি এবং কেন?

এক কথায়, মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এই কার্যক্রমের শুরুতে বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তা ঋণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বৃত্তি থেকে ঋণে রূপান্তর করার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এই 'হেলপ'-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেওয়া। তবে এটি ঋণ হলেও গতানুগতিক ঋণের মত নয়। উপকারভোগী কোন ছাত্র-ছাত্রী তার পড়ালেখা শেষ করে যখন কর্ম জীবনে প্রবেশ করবে অথবা কোন না কোন পেশায় জড়িত থেকে আয় উপার্জন শুরু করবে তখন থেকে তার মাসিক উপার্জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন কিস্তিতে ভাগ করে তার গৃহীত উচ্চ শিক্ষা ঋণ পরিশোধ করবে। সেই পরিশোধিত অর্থ দিয়ে পরবর্তীতে পুনরায় কোন সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। এভাবে ঋণ ঘুর্ণায়মান চক্রের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে স্থায়ীভাবে চালু রাখা।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি/ ঋণ সহায়তার মাধ্যমে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া;

২. সমাজ ও দেশের উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে অবদান রাখা;

৩. যৌথতা ও পারস্পরিক সহযাগিতার মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে মোনঘর উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় আনুমানিক ১৯৮৫ সাল থেকে। প্রথমে এই কার্যক্রম দু'এক জন ছাত্রকে দিয়ে শুরু হলেও ১৯৯০-৯১ সাল থেকে এর পরিধি বেড়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে কেবল মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে উচ্চশিক্ষা ঋণ দেওয়া হলেও তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই 'হেলপ' আওতায় শিক্ষা লাভের আবেদন জানায়। পরে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকেও উচ্চশিক্ষা ঋণের সুযোগ দেওয়া হয়। মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রমকে তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা যায়।

প্রথম পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে মোনঘর নিজস্ব অর্থায়নে ও কিছু পরে বৈদেশিক অনুদান নিয়ে 'হেলপ'-এর কার্যক্রম হাতে নেয় এবং তা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই পর্বে 'হেল্প'-এর আওতায় প্রায় তিনশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে মোনঘর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলে উচ্চ শিক্ষা ঋণ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার মত উপক্রম হয়। এর ফলে তৎকালীন সময়ে মোনঘর শিশুসদনসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শতশত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমার নিকট সহযোগিতার জন্যে আবেদন জানানো হয়। মন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মোনঘরের জন্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প' নামে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত প্রকল্পের সহায়তায় মোনঘর 'হেল্প' কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হয়। এ প্রকল্পের সহায়তায় বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় দুই শতাধিক আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ লাভ করে।

তৃতীয় পর্যায়ঃ উল্লেখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০০৬ সালে শেষ হয়ে যায়। প্রকল্প সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে মোনঘর চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য জরুরী চাহিদা যেমন আবাসিক শিশুদের খাদ্য ও আবাসন ইত্যাদি মেটাতে গিয়ে 'হেলপ' কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে তখন 'হেলপ' কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন 'হেলপ' কর্মসূচী বন্ধ থাকার পর কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর

ঐকান্তিক কর্ম উদ্যোগের ফলে 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর মাধ্যমে ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে মোনঘরের 'হেলপ' কর্মসূচী আবার চালু করা হয়। বর্তমানে মোনঘর ও 'দি মোনঘরীয়ান্স'-এর যৌথ উদ্যোগে তা চালু রয়েছে। মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে 'হেলপ'-এর আওতায় মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

'হেলপ'-এর অর্জনঃ এ কর্মসূচীর অর্জনকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রায় ৫০০-এর অধিক শিক্ষার্থী এ কর্মসূচীর আওতায় সহযোগিতা গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তারা সুনাগরিক হিসেবে সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি অনেকেই দেশে বিদেশে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বলতে দ্বিধা নেই, 'হেলপ' কর্মসূচী পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের উন্নয়নে দক্ষমানব সম্পদ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

হেল্প কর্মসূচিতে মেমোরিয়্যাল বৃত্তিসমূহ

২০১২ সালের শেষের দিকে ইংল্যান্ড প্রবাসী ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা তাঁর মায়ের স্মৃতিতে নিরোদা বালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি চালু করেন। পরবর্তীতে সমাজের কিছু শিক্ষানুরাগি ও মোনঘরের হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিবর্গ তাঁদের পিতা-মাতা বা নিজের স্মৃতিতে মেমোরিয়্যাল বৃত্তির জন্য এককালীন অর্থ প্রদান করেন। ইতোমধ্যে যে সমস্ত স্কলারশীপসমূহে এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

মোনঘর নিরোদাবালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা এবং তাঁর পরিবার তাঁর পরলোকগত মাতা নিরোদা বালা (যাকে লোক-জন কদম্ব মা নামে চিনতেন) চাকমার নামে এই বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তির জন্যে তিনি এককালীন কিছু টাকা মোনঘরকে প্রদান করেন যেগুলো একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয়েছে এবং শর্ত থাকে যে শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উল্লেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মেধাবী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য এ বৃত্তিটি চালু করা হয়। বৃত্তির শর্তানুসারে চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন রত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কাছে শ্রীমতি নিরোদা বালা চাকমা একজন সন্মানিত এবং শ্রদ্ধাভাজন নারী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। যুক্তিবাদি, কঠোর পরিশ্রমী এবং শিক্ষার প্রতি প্রচন্ড গুরুত্ব প্রদানের কারণে অপরিনত বয়সে বিধবা হয়েও তিনি তিন ছেলে এবং দুই মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা ১৯৬৩ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য গমণ করেন এবং সেখান থেকে এমআরসিএস এবং এলআরসিপি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি সেখানে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০১৫ সালে পরলোক করেন।

২০১২ সালে এ বৃত্তি চালু করা হয় এবং সম্প্রতি একজন ছাত্রী এ বৃত্তি পেয়ে কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস কোর্স সমাপ্ত করেছেন। বর্তমানে আরো একজন ছাত্রী আর্মড ফোসের্স মেডিক্যাল কলেজে বিএসসি নাসিং কোর্সে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত।

মোনঘর কিরন চন্দ্র দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

মি. দেব প্রসাদ দেওয়ান এবং তাঁর সহধর্মিনী মিনতি দেওয়ান এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। মি. দেব প্রসাদ দেওয়ানের পরলোকগত পিতা শ্রী কিরণ চন্দ্র দেওয়ানের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেধাবী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য এ বৃত্তিটি চালু করা হয়। এ বৃত্তির জন্যে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয়েছে এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উল্লেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। শর্তানুসারে মোনঘর থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ কিরণ চন্দ্র দেওয়ান ১৯১৯ সালে ১ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘীনালায় বেতছড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিক্যুলেশন (বর্তমানে এসএসসি) এবং ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চট্টগ্রামের স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে এইসএসসি পাশ করেন। বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পালি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বোর্ড থেকে তিনি সুত্ত বিশারদ উপাধি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে ৮১ বছর বয়সে দিঘীনালায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র দেব প্রসাদ দেওয়ান চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে গ্রেজুয়েশন এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহ টিসার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১১ সালে জেলা রেজিস্টার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

২০১৬ সালে এ বৃত্তি চালু করা হয় এবং একজন ছাত্রী এ বৃত্তি পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ (একাউন্টিং) ১ম বর্ষে অধ্যয়ন করেছেন।

মোনঘর অরবিন্দ চাকমা এবং পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

মি. অরবিন্দ চাকমা এবং তাঁর সহধর্মিনী মিসেস পারুল চাকমা পার্বত্য অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্যে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। মোনঘরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাথমিকভাবে তাঁদের প্রদত্ত এককালীন টাকা দিয়ে একটি স্থায়ী আমানত খোলা হয়েছে। উক্ত আমানত থেকে শুধুমাত্র প্রাপ্ত সুদ বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। বৃত্তির শর্তানুসারে প্রকৌশল শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ মি. অরবিন্দ চাকমা ১৯৩১ সালে রাঙ্গামাটি জেলার তৈমিদং মৌজার পুতিখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্যার আশুতোষ স্কুল এবং কলেজ থেকে ১৯৫১ এবং ১৯৫৩ সালে যথাক্রমে মেট্রিক্যুলেশন (এসএসসি) এবং এইসএসসি পাশ করেন। তিনি মহাপুরম উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন যেখানে একসময় তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর শিক্ষকতার পর তিনি তা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর কর্মজীবনে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এবং শিখরের প্রতি বরাবরই টান ছিল।

মিসেস পারুল চাকমা ১৯৩৪ সালে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে মেট্রিক্যুলেশন পাশ করে একই বছর ফুল বৃত্তি নিয়ে বিএসসি নার্সিং এ ভর্তি হন। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল থেকে তিনিই প্রথম উক্ত ডিগ্রীপ্রাপ্ত নার্স। সরকারী চাকরীতে তিনি নার্স হিসেবে যোগদান করেন এবং পরে রাঙ্গামাটি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সিনিয়র পদে আসীন হন। তাঁর পেশায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তাঁরা (অরবিন্দ এবং পারুল) দুই পুত্র এবং নাতি-নাতনী নিয়ে তবলছড়িস্থ কন্ট্রাক্টর পাড়ায় বসবাস করছেন।

তাদের প্রদত্ত বৃত্তি দিয়ে বর্তমানে দু'জন ছাত্র যাদের একজন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় বর্ষে এবং অপরজন ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২য় বর্ষে অধ্যয়ন করছেন।

মোনঘর করুনা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

ড. মানিক লাল দেওয়ানের পরলোকগত মা করুনা দেওয়ান এর নামে ড. মানিক লাল দেওয়ান এবং তাঁর সহধর্মিনী দিপীকা দেওয়ান এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এ বৃত্তির জন্যে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয়েছে এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উল্লেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় হবে। কিছু শর্তানুসারে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। শর্তসমূহ নিম্নরুপ-

- শুধুমাত্র মোনঘর থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা এ বৃত্তি পাবেন

◆ কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে এবং সেগুলো হচ্ছে- ১. পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান ২. কৃষি ৩. এ্যনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ৪. কৃষি প্রকৌশল ৫. কৃষি অর্থনীতি এবং ৬. মৎস্য।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রীমতি করুনা দেওয়ান আনুমানিক ১৯০৬ সালে রাঙ্গামাটি শহরের সীমান্তবর্তী গ্রাম মানিক ছড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঙ্গামাটিস্থ ১০৯ নং সাপছড়ি মৌজার হেডম্যান শ্রীমান প্রিয় মোহন দেওয়ানকে বিয়ে করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরক্ষর হলেও সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সজাগ। তাঁর তিন মেয়ে এবং এক ছেলে। তিনি ১৯৭৯ সালের ১৫ ই জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র পুত্র ড. মানিক লাল দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্য থেকে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি। দেশে এবং দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল অধ্যাপনা শেষে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ভেটেরিনারী অনুষদের ডীন হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সহধর্মিনী মিসেস দিপীকা দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকজন মহিলা হেডম্যানদের মধ্যে একজন। ড. দেওয়ান এবং মিসেস দেওয়ান রাঙ্গামাটির তবলছড়িস্থ অফিসার্স কলোনীতে বসবাস করছেন।

করুণা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি নিয়ে বর্তমানে একজন ছাত্রী চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিষয়ে ১ম বর্ষে অধ্যয়ন করছেন।

মোনঘর চিত্ত রঞ্জন কার্বারী মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. সুধীন কুমার চাকমা তাঁর পরলোকগত পিতার নামে মোনঘর উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ বৃত্তি প্রবর্তন করেন। এ বৃত্তির জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয়েছে এবং শুধুমাত্র এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উল্লেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে। কিছু শর্তানুসারে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। শর্তগুলো নিম্নরুপ-

- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের মধ্য থেকে মেধাবী একজন ছাত্র প্রত্যেক বছর এ বৃত্তি পাবেন
- তিনটি বিষয়ে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে এবং সেগুলো হচ্ছে- ১. শিক্ষা ২. চিকিৎসা এবং ৩. প্রকৌশল।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন কার্বারী ১৯২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার চিত্ত রঞ্জন কার্বারী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং সমাজ কর্মী। তিনি মহালছড়ি থানা (বর্তমানে উপজেলা) শাখার আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৩ মে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ড. সুধীন কুমার চাকমা চিত্ত রঞ্জন কার্বারীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬৫ এইসএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (সন্মান), এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত থেকে ১৯৮৬ সালে Social change of chakma society in the CHT বিষেয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

আগামী ২০১৭ সাল থেকে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে।

মোনঘর মনিকা চাকমা এবং রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

মনিকা চাকমা এবং রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তিটি মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী কবিতা চাকমা এবং তার সহসঙ্গী গ্লেন হিল প্রবর্তন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্য থেকে অধ্যয়নকারী একজন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীকে চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, কৃষি, প্রকৌশল বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে বাৎসরিকভাবে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা, আইন বা শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্র/ছাত্রীকে এ বৃত্তি দেওয়া হবে। এ বৃত্তির জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত টাকা একটি স্থায়ী আমানতে রাখা হয় এবং এর সুদবাবদ প্রাপ্ত টাকা উল্লেখিত বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হবে।

বৃত্তি নাম এবং অর্থ প্রদানকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ শ্রীমতি মনিকা চাকমা (মনি) ১৯৪০ সালের ১৬ নভেম্বর পুরাতন রাঙ্গামাটি শহরের খচ্চরঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেন্দ্রলাল কার্বারী এবং মাতার নাম ফুল বালা চাকমা। মনি ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমাসে এসএসসি) পাশ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহ টিসার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে গ্রেজুয়েশন লাভ করেন। এরপর তিনি প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিউ রাঙ্গামাটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন যা ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে মনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৩৮ বছর রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ২০০০ সালে অবসরে চলে যান।

শ্রীমান রবীন্দ্র লাল চাকমা (রবি) ১৯৪১সালের ১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ । তাঁর জন্মস্থান বন্দুকভাঙায় হাড়িখ্যং-এ যা ১৯৬০ সালে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে তলিয়ে যায়। তাঁর পিতার নাম শশী কুমার কার্বারী এবং মাতার নাম মঙ্গল পুদি চাকমা। রবী ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘ ৩২ বছর সরকারের পশু সম্পদ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে উপ-সচিব হিসেবে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

রবি এবং মনি ১৯৬২ সালে রাঙ্গামাটিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের জীবনের শেষ সময়গুলো রাঙ্গামাটির বনরুপায় অতিবাহিত করেন। পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে

মোমোরিয়্যাল বৃত্তির টাকা প্রদানকারী কবিতা চাকমা সবচেয়ে বড়। রবীন্দ্র লাল চাকমা ২০০৮ সালের ২১ জানুয়ারী এবং মনিকা চাকমা ২০১৩ সালের ১৪ মার্চ পরলোক গমন করেন।

কবিতা এবং গ্লেন ১৯৯৪ সালে রাঙ্গামাটিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমাতে তারা দুই ছেলে-মেয়েসহ অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে বাস করছেন।

মোনঘর মনিকা চাকমা এবং রবীন্দ্র লাল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তিটি ২০১৭ সাল থেকে প্রদান করা হবে।

সুপ্রভাত মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

স্বর্গীয় সুপ্রভা দেওয়ান ও স্বর্গীয় প্রভাত রঞ্জন দেওয়ানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী হিসেবে তাঁদের কন্যা মিস্ নিরূপা দেওয়ান এবং পুত্র মি. রবীন দেওয়ান এই শিক্ষা বৃত্তি প্রবর্তন করেন। দানকৃত অর্থের স্থায়ী আমানতের বার্ষিক লভ্যাংশ থেকে প্রতি বছর মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৮ম/৯ম শ্রেণীর দরিদ্র ও মেধাবী ২ অথবা ৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তি প্রাপ্তদের মধ্যে কমপক্ষে একজন ছাত্রী অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

সুপ্রভা দেওয়ানের পরিচিতিঃ শ্রীমতি সুপ্রভা দেওয়ানের জন্ম ১৯২২ সালের ১১ জানুয়ারী। সুপ্রভা দেওয়ান ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৪০ সালে। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় ২য় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তার আই, এ পাশ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ১৯৪৪ সালে প্রভাত রঞ্জন দেওয়ানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি চার কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানের জননী। তাঁর একমাত্র পুত্র রবীন দেওয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়ায় ১৯৯৫ সাল থেকে বসবাসরত এবং বর্তমানে আমেরিকান নাগরিকত্ব প্রাপ্ত।

খ্রীস্টান মিশনারীরা পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলে ১৯৫৫/১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সেন্ট তেরেজা স্কুল (বর্তমানে সেন্ট ট্রিজারস কনভেন্ট নাম করন হয়েছে)। ৩-৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে তিনি ছিলেন সেন্ট ট্রিজারস কনভেন্টের প্রতিষ্ঠা কালীন শিক্ষিকা। খ্রীষ্টান মিশনারীর সিস্টাররা যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬২ সালে বদলী জনিত কারণে চট্টগ্রামে চলে যান। পরে মিশনারী স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বেসরকারী কিন্ডারগার্ডেন স্কুল হিলসাইড স্কুলে (বর্তমানে পাহাড়িকা উচ্চ বিদ্যালয়) যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর এক বান্ধবীর সাথে চট্টগ্রামের 'ফরেস্ট' হিল এর কাছে কাটা পাহাড় এলাকায় "কাকলী কিন্ডার গার্ডেন" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তিনি প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাঙ্গামাটিতে ফিরে আসেন এবং অবসর জীবন শুরু

করেন। তিনি ২০০৩ সালের ৯ই জুন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মিস্ নিরূপা দেওয়ানের বাসায় পরলোক গমন করেন।

প্রভাত রঞ্জনের পরিচিতিঃ শ্রীমান প্রভাত রঞ্জন দেওয়ান ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল বর্তমান নানিয়ারচর উপজেলার কমতলীর বড়মারুম দুয়ার (সরকারীভাবে বড় মহাপুরুম নামে পরিচিতি) এলাকার এক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। চার ভাই, চার বোনের মধ্যে সবার বড় প্রভাত রঞ্জন দেওয়ান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি ১৯৩৮ইং সালে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে লেটার মার্ক প্রাপ্ত হয়ে ১ম বিভাগে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করেন। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে আই,এস,সি পাশ করে ১৯৪১ সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে বি,এস,সিতে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে ২য় মহাযুদ্ধের সময় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাঁর ঠাকুর দাদা স্বর্গীয় যুবরাজ দেওয়ান বি,এস,সি ফাইনাল পরীক্ষার আগেই প্রভাত রঞ্জন কে কলিকাতা থেকে ফেরত নিয়ে আসেন। কলিকাতা থেকে ফিরে আসার পরে খাদ্য বিভাগে ফুড ইন্সপেক্টর হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে উক্ত চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ঠিকাদারী পেশায় নিয়োজিত হন। উল্লেখ্য যে, তিনি স্বাধীনতার পরে রাঙ্গামাটিতে প্রতিষ্ঠিত রেড-ক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০০৪ সালের ১১ মে মিস্ নিরূপা দেওয়ানের বাসায় পরলোক গমন করেন।

২০১৭ সাল থেকে শিক্ষা বর্ষের প্রারম্ভে বিগত বছরের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মোনঘর সুপ্রভাত মেমোরিয়্যাল বৃত্তি প্রদান করা হবে।

মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় তিন পার্বত্য জেলা থেকে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

রাঙ্গামাটি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	রোনাল চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজী	সমাপনী (এমএ)	যাত্রামনি পাড়া, নানিয়াচর, রাঙ্গামাটি
২	শুভকর চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ তত্ত্ব	সমাপনী (এমএসএস)	আন্দার মানেক, বরকল, রাঙ্গামাটি
৩	সুচিনা চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ	সমাপনী (এমবিএ)	দেবছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৪	সুলভ চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইন	৪র্থ	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
৫	রুনি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (একাউন্টিং)	১ম	বদনি ছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৬	পুরক চাকমা	ঢাকা প্রকৌ. ও প্রযু. বিশ্ববিদ্যালয়	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	সমাপনী	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর
৭	সুপন চাকমা	রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	তড়িৎ প্রকৌশল	সমাপনী	বামে লংগদু, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৮	প্রকাশন চাকমা	খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	সমাপনী	মহাজন পাড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৯	হেভেন চাকমা	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচলর অব ইডুকেশন	২য়	টেকনিক্যাল পাড়া, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
১০	অপূর্বা চাকমা	আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউট, ঢাকা	বিএসি নাসিং	সমাপনী (৪র্থ)	বরকল সদর, রাঙ্গামাটি
১১	তপন চাকমা	কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিং	বিবিএ, একাউন্টিং	৩য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
১২	রাসেল চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	২য়	আন্দারমানিক, বরকল, রাঙ্গামাটি
১৩	পল্লব চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ভাষাতত্ত্ব	৪র্থ	চেয়ারম্যান পাড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
১৪	সুনীল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বায়োকেমিস্ট্রি	৩য়	চাইল্যাতলী, লংগদু, রাঙ্গামাটি
১৫	মিন্টু চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	৩য়	থেগা থুমবাগ, বরকল, রাঙ্গামাটি
১৬	হিমেল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	রাজনীতি বিজ্ঞান	৩য়	হাগলাছড়া, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১৭	নিশাকর চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ব্যাংকিং	৩য়	শুকনাছড়ি, বরকল, রাঙ্গামাটি
১৮	হিতৈশি চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	৩য়	বামে আটরকছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি
১৯	বিদর্শন দেওয়ান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	৩য়	মহাজনপাড়া, নানিয়ারচড়, রাঙ্গামাটি
২০	শান্তি জীবন চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমাতত্ত্ব	২য়	কজেইছড়ি, ঘাগড়া, কাউখালী, রাঙ্গামাটি
২১	জেরিকো চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মাইক্রোবায়লজি	২য়	শৈলেশ্বরী, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
২২	হেলি চাকমা	ইডেন মহিলা কলেজ	বোটানি	সমাপনী (এমএসএস)	শিল কাটা ছড়া, দুরছড়ি, বাঘাইছড়ি
২৩	প্রনয় চাকমা	শ্যামলী আইডিয়্যাল পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	সমাপনী (৪র্থ)	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
২৪	নিটোল চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টারিয়র ডিজাইন টেকনোলজি	৩য়	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
২৫	প্রিয়াংকা চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নাসিং	২য়	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
২৬	দীপন চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নাসিং	২য়	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
২৭	সাপ্পী চাকমা	জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	নাসিং	২য়	মোনঘর এলাকা, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
২৮	রিনিকা চাকমা	ইউনিভার্সিটি ইউমেন ফেডারেশন কলেজ, ঢাকা	এইসএসসি, বিজ্ঞান	২য়	বামে আটরকছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
২৯	অন্তরা চাকমা	ঐ	এইসএসসি, বিজ্ঞান		বেগেনাছড়ি, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৩০	উৎপল চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নৃবিজ্ঞান	২য়	হাজাছড়া, সুবলং, বরকল, রাঙ্গামাটি
৩১	তুহীন চাকমা	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	১ম	বাকছড়ি, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
৩২	মিঠুন তঞ্চঙ্গ্যা	ঢাকা কলেজ	ফিজিক্স	১ম	গোয়াংছড়ি, ফারুয়া, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৩৩	রুপিয়া চাকমা	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি	১ম ১ম	চংড়াছড়ি, বন্দুকভাঙ্গা, রাঙ্গামাটি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
৩৪	সুইপ্রু মারমা	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ(মার্কেটিং)	১ম	ওয়াগগা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
৩৫	অংশিচিং মারমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ(ব্যাংকিং)	২য়	কচুখালী, কলমপতি, কাউখালী, রাঙ্গামাটি
৩৬	সচিব চাকমা	ফরিদপুর ইঞ্জি. কলেজ	ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	২য়	শিজকমুখ, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
৩৭	বাবুধন চাকমা	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	নৃতত্ত্ব	১ম	গদাবান্যে ছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৩৮	লিটন চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি	১ম	শিলছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৩৯	গ্রীনিচ চাকমা	সিএইসটি পলিটেনিক্যাল ইনিষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	ইলেক্ট্রিক্যাল	১ম ১ম	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
৪০	সুপন চাকমা	ঐ	ঐ	১ম	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি
৪১	অন্বেষা চাকমা	খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা	নার্সিং	১ম	রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি

খাগড়াছড়ি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	নিপন ত্রিপুরা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মনস্তত্ত্ব	সমাপনী (এমএ)	৩ নং রাবার বাগান, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
২	পাই মং মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ কল্যান ও গবেষণা	২য়	গোগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর
৩	অন্তর দেওয়ান	সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ব্যাচলর অব ইডুকেশন	সমাপনী (এমএ)	নয়া পাড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
৪	সুইউক্রই মারমা	রাঙ্গামাটি মেডিক্যাল কলেজ	এমবিবিএস	২য়	পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি
৫	জিগীসা চাকমা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	বিএসসি নাসিং	৪র্থ (সমাপনী)	কলোনী পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
৬	অর্পন চাকমা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সাংবাদিকতা	২য়	কেয়াংঘাট, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
৭	জেস চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক	৩য়	মধ্যবানছড়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
৮	অননিতা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পালি	৩য়	টংগ মহাজন পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৯	থৈ অং মার্মা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	অর্থনীতি	সমাপনী (এমএসএস)	মংজাই কার্বারী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
১০	কাজলিকা দেওয়ান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পরিবেশ ও ফলিত রসায়ন	৩য়	মাইছছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
১১	দিনত চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	২য়	উদলবাগান, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
১২	যোগ্যশ্বর ত্রিপুরা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ, ব্যবস্থাপনা	২য়	সাধু পাড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি সদর
১৩	অনুপম চাকমা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	বিবিএ (মার্কেটিং)	১ম	দুর্গামনিপাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৪	বিশ্বান্তর চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ফার্মেসি	১ম	অনিল পাড়া, লোগাং, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৫	হিরা চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (আইবি)	১ম	পূর্ব নারান খাইয়া, খাগড়াছড়ি
১৬	তিশা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	৩য়	টি এন্ড টি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৭	ত্রিলোপ্রিয় চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	বিবিএ (ফিন্যান্স)	১ম	রঞ্জন কুমার পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৮	উজানি চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজি	১ম	মির্জা টিলা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৯	বিভা চাকমা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আইআরটিসি	২য়	কিনাচানপাড়া, পুজগাং, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
২০	অমিয় দেওয়ান	পটুয়াখালি ইঞ্জি. বিশ্ববিদ্যালয়	ফুড সাইন্স	২য়	মাইসছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
২১	সৌহার্দ্য চাকমা	চুয়েট	ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৩য়	রাঙ্গাপানিছড়া, খাগড়াছড়ি
২২	রিকুনা ত্রিপুরা	ইডেন মহিলা কলেজ	ইতিহাস	৩য়	লম্বাপাড়া, মেরুং বাজার, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
২৩	অসীম চাকমা	পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট, ফেনী	ডিপ্লোম ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজী	৪র্থ	বাবুছড়া, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি

বান্দরবান

ক্রঃ নং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বিষয়/বিভাগ	বর্ষ	স্থায়ী ঠিকানা
১	ডসিংনু মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক	৪র্থ	উজানী পাড়া, বান্দরবান সদর
২	স্রাগ্য প্রু মারমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজ কল্যান ও গবেষণা	২য়	মিনঝিড়ি পাড়া, বান্দরবান সদর
৩	অমর শান্তি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ভূগোল	৩য়	ভরত পাড়া, থানচি, বান্দরবান
৪	রেং ইয়ং ম্রো	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলা	২য়	রামঝু পাড়া, বান্দরবান সদর
৫	ভানরাম থ্লির বম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চারুকলা	৪র্থ	বেতেল পাড়া, রুমা, বান্দরবান
৬	উলা চিং চাক	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	লোক প্রশাসন	২য়	চাক হ্যাডম্যান পাড়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
৭	চিংসা থুই খেয়াং	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সমাজতত্ত্ব	৩য়	ডোলবুনিয়া পাড়া, বান্দরবান
৮	উখিং চাক	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	১ম	মধ্যম চাক পাড়া, বাইসারি, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

উল্লেখিত তালিকা থেকে বিভিন্ন মেমোরিয়াল বৃত্তি অর্ন্তভুক্তাধীন এবং ব্যক্তিগতভাবে এককালীন অর্থ দিয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা নিম্নে দেয়া গেল।

ক্রঃনং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বৃত্তির নাম
১	অপূর্বা চাকমা	আর্মড ফোর্স মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউট, ঢাকা	নিরোদা বালা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
২	রুনি চাকমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	কিরণ চন্দ্র দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৩	রুপিয়া চাকমা	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	করুণা দেওয়ান মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৪	সৌহার্দ্য চাকমা	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	অরবিন্দ-পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি
৫	সচিব চাকমা	ফরিদপুর ইঞ্জি. কলেজ	অরবিন্দ-পারুল চাকমা মেমোরিয়্যাল বৃত্তি

ব্যক্তিগতভাবে এককালীন অর্থ দিয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

ক্রঃনং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা
১	তুহীন চাকমা	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	সমাপ্তি চাকমা, ফ্রান্স
২	বাবুধন চাকমা	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	সমাপ্তি চাকমা, ফ্রান্স
৩	অনুপম চাকমা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	ডাঃ টুটুল চাকমা, খাগড়াছড়ি
৪	চিংসা থুই খেয়াং	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাঙ্গামাটি

ইতোমধ্যে যে দুজন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন শেষ করেছেন তাদের তালিকা

ক্রঃনং	নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্থায়ী ঠিকানা
১	প্রদীপ চাকমা	ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, নারায়নগঞ্জ	বারাবান্যে মোন, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি
২	জয়া ত্রিপুরা	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	যামিনী পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি

কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর অভিব্যক্তি

অনুপ্রেরণার মোনঘর

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হল মোনঘর। একান্ত ইচ্ছে ছিল দেখার মোনঘর কেমন? এরপর মোনঘরের HELP প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত হয়েমোনঘর দেখার সুযোগ পাই। প্রথমে মোনঘরের পরিবেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। বর্তমানে মোনঘরের HELP এর সহযোগিতা পেয়ে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার সাহস পাচ্ছি। মোনঘরকে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে মোনঘরের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে চলেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মোনঘর এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে অনেক কিছু শেখার, জানার ও দেখার রয়েছে। আশা করি লেখাপড়া শেষ করে আমি মোনঘর এবং সমাজের স্বার্থে কাজ করতে পারবো। পরিশেষে মোনঘরের উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বিশ্বান্তর চাকমা
ফার্মেসী বিভাগ, ২য় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘরকে দেখার ও জানার সুযোগ

ছোট বেলায় মোনঘরের নাম অনেক শুনেছি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখার ও জানার সুযোগ হয়নি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে মোনঘরে পড়ার সুযোগ হয়নি। তাই দেখার ও জানার আগ্রহ দুটোই রয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পা রাখতেই মোনঘর হতে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি জানতে পারি। এরপর আমি সেখানে আবেদন করি। অনেক আবেদনকারীর মধ্যে থেকে আমাকেও বাচাই করা হয়। এরই সুবাদে আমার স্বপ্নের মোনঘরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। সেখানে যাওয়ার পর মোনঘর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করি। দেখার সুযোগ হয় সেখানকার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা। এছাড়া আরও একটি বিষয় যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা হল, সেখানে যাওয়ায় আমি অনেকজনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। আশা করি ভবিষ্যতে আরো অনেকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবো। একে অপরকে জানা, পারস্পরিক সহযোগিতা দুটোই আমাদের সমাজের জন্য খুবই জরুরি।

আমি দি মোনঘরীয়ান্স এবং মোনঘর কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই- আমাকে এরকম একটা মহতী প্রতিষ্ঠানকে দেখার, জানার সুযোগ করে দেওয়ার এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য।

উজানি চাকমা
ইংরেজী বিভাগ, ১ম বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘর থেকে আমার পাওয়া

আমি ২০০৪ সালে মোনঘরে ভর্তি হই। তখন থেকে আমার জীবনে লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ আমাদের গ্রামে তখন কোন স্কুল ছিল না। তাই লেখাপড়া করার বিষয়টিও ছিল অনিশ্চিত। মোনঘরে থেকে আমি যেমনি শিক্ষা অর্জন করেছি- তেমনি ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কিঞ্চিত ধারণা অর্জন করেছি। আমার কাছে জাতি ও সমাজের প্রতি এবং আমার শেকড়ের প্রতি যে প্রেম তা আমি মনে করি মোনঘরের কাছ থেকেই শিখেছি। এছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার সুযোগটা পেয়েছি মোনঘরে লেখাপড়া করে। ২০১৩ সালে আমি মোনঘর থেকে এস. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করি। মোনঘরের পক্ষ থেকে আমাদের ভালোভাবে লেখাপড়া করার জন্য সাধ্যমত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আমি এস.এস.সি. পরীক্ষায় GPA-5 পেয়ে উর্ত্তীর্ণ হতে সক্ষম হই। এস. এস. সি. পাশ করার পর আমি যখন ঢাকার একটি কলেজে ভর্তি হই তখনও মোনঘরের কাছ থেকে আর্থিক সহ অনেক সহায়তা পেয়েছি। ২০১৫-১৬ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনের ক্ষেত্রেও আমি মোনঘরের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি। বর্তমানেও আমি মোনঘরের HELP প্রোগ্রাম থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছি। মোনঘর থেকে আমি যা কিছু পেয়েছি, অন্য

কোথাও হয়তো পেতাম না। তাই মোনঘরের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। মোনঘরের একজন ছাত্রী হয়ে আমি খুবই গর্ব বোধ করি। মোনঘরকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তাইতো কিছু দিনের জন্য ছুটি পেলে প্রথমেই মোনঘরে চলে আসি।

রুনি চাকমা
বিবিএ-১ম বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘরের ছত্রছায়া পাওয়ার অনুভুতি

মোনঘর মানে আমাদের গর্ব আর মোনঘরীয়ান মানে একজন সৌভাগ্যবান মানুষ। আমার মতে মোনঘর এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রত্যেকটি মোনঘরীয়ান মানবিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ এবং মানুষের কষ্টের জন্য সহানুভূতি অর্জন করে থাকে। সে কারণেই মোনঘরের সুনাম আজ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মোনঘরে পড়তে পারিনি বলে নিজেকে খুব দূর্ভাগা মনে হত। তবে আজ আমি নিজেকে সৌভাগ্যভান বলব কারণ মোনঘরের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি, দি মোনঘরীয়ান্সের সাথে একত্রিত হতে পেরেছি। হেল্প প্রোগ্রাম এর সুবাদে গর্ব করে এখন বলতে পারি আমি একজন মোনঘরীয়ান।

আমি খুব আশাবাদী যে- মোনঘরের এই হেল্প প্রোগ্রাম এর পরিসর আরো বিস্তৃত হবে এবং প্রত্যেকটি জুম্মো পরিবার পরিবার থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে- মোনঘরের সুনাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে।

পরিশেষে এই হেল্প প্রোগ্রামের সাথে যারা সম্পৃক্ত আছেন এবং আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আশীর্বাদ চাইব শিক্ষাজীবন শেষে আমিও যেন মোনঘরের সাথে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থাকতে পারি।

সচীব চাকমা
বি. এস.সি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

মোনঘরের শিক্ষা আমার আদর্শ

মোনঘরে ভর্তি হয়েছিলাম ২০০৮ সালে ৬ষ্ট শ্রেণিতে। এরপর মোনঘরে থেকেই ২০১৩ সালে এস.এস.সি. এবং রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ থেকে ২০১৫ সালে এইচ.এস.সি পাশ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কোথাও কোচিং করতে পারিনি কিন্তু বড় ভাই-বোনদের সহযোগিতায় এবং দিক নির্দেশনায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। আমাদের মতন গ্রামের অবস্থান থেকে যতদূর আসতে পেরেছি তা একমাত্র মোনঘরে ভর্তি হয়েছি বলে সম্ভব হয়েছে। অদ্যাবদি আমি যে শিক্ষা, চেতনা, আদর্শ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা মোনঘরে এসেই পেয়েছি। আমি চেষ্টা করবো মোনঘর থেকে

পাওয়া শিক্ষা-চেতনা ও আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে। আমি বর্তমানে মোনঘরের হেল্প প্রোগ্রাম এর আওতায় আর্থিক সহায়তা নিয়ে আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমি মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্স এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্সের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই কামনা করি।

তুহিন চাকমা
১ম বর্ষ, লোক প্রশাসন বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘর না হলে এতদূর আসা সম্ভব হতো না

আমি ২০০৬ সালে মোনঘরে ভর্তি হই এবং ২০১২ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষায় পাস করে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ভর্তি হই। আমার বাবা একজন সাধারণ কৃষক, তাই বাইরে থেকে কলেজে পড়ানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার বাবার ছিল না বিধায় আমি মোনঘরে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মোনঘর নির্বাহী পরিচালকের বরাবর একটি আবেদন করি। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমার আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর আমি মোনঘরের আবাসিক ছাত্র হিসেবে পড়ালেখা করার সুযোগ পাই। পরে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেও আমার বাবার পক্ষে পড়া-লেখার খরচ চালিয়ে যাওয়ার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই বিধায় মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্সের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মোনঘর HELP প্রোগ্রাম এর আওতায় উচ্ছশিক্ষা ঋণ পাওয়ার আবেদন করি এবং আমাকে যথারীতি ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

মোনঘরে ভর্তি না হলে আমি কতদুর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতাম জানি না-তবে মোনঘরের HELP প্রোগ্রামের সহযোগিতা না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা কোনো ভাবেই সম্ভব হতো না। তাই আমি মোনঘরের নিকট কৃতজ্ঞ এবং দায়বদ্ধও। আমি মোনঘরের HELP কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞা জানাচ্ছি।

বাবু ধন চাকমা
১ম বর্ষ, প্রত্নতত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

মোনঘরীয়ান্স হতে পেরে আমি গর্বিত

ছোট বেলা থেকে মোনঘর শব্দটি আমার কাছে খুবই পরিচিত কিন্তু মোনঘরে কখনও আসা হয়নি কিংবা মোনঘরে আসব সেই সুযোগটি কখনও আসেনি। Higher Education Loan Program যা সংক্ষেপে HELP এর মাধ্যমে আমি প্রথম মোনঘরে পদার্পন করি এবং একজন মোনঘরীয়ান হিসেবে পরিচিতি লাভ করি। মোনঘর HELP কর্মসূচী থেকে আমাকে লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে আমি বলবো এই HELP এর সুযোগটা

আমার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই। কারণ ছোট বেলায় যখন বড় ভাই-বোনেরা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প করত তখন আমারও খুব আগ্রহ হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার। কিন্তু আরও ভাবতাম আমার পরিবারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার খরচ চালিয়ে নেয়া কখনও সম্ভব হবে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার স্বপ্নটাও অনেকটা এক পাশে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করার পর সৌভাগ্যক্রমে আমার কয়েকজন শুভাকাঙ্খীর সহযোগিতায় আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগটা লাভ করি এবং সেই সুযোগটি আমি কাজে লাগাই। অত:পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমার লেখাপড়ার খরচ বহন করা আমার বাবার পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। এমন অবস্থায় মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচী থেকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন করি। মোনঘর কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেই সহযোগিতা নিয়ে বর্তমানে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছি। মোনঘরে এসে মোনঘর এবং HELP সম্পর্কে জেনে এবং একজন মোনঘরীয়ান হিসেবে আমি নিজেকে এখন গর্বিত মনে করি। আমি আমার শুভাকাঙ্খী এবং মোনঘরের HELP কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রত্যাশা রাখি ভবিষ্যতে কর্মজীবনে প্রবেশ করে আমার ঋণ পরিশোধ করার এবং সাধ্যমতো মোনঘরের কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার।

বিভা চাকমা
শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২য় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমার উচ্চশিক্ষার পথে চলার গাড়ি

Moanoghar Higher Education Loan Program-HELP সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তা থেকে বলতে পারি HELP এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সকল গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা আর্থিক সমস্যার কারণে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়না তাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

মোনঘর সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানলেও হেল্প নামক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারি এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পর আমার এক স্কুল শিক্ষক মিসেস হিমা চাকমার মাধ্যমে। HELP এর বিষয়ে জানার আগে আমার আশা ছিল না যে আমি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবো। হিমা ম্যাডামের কাছ থেকে জানতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় ঋণ হিসেবে। এরপর থেকে আমার মনে আশা জন্মে যে আমি যদি ভালো একটা বিষয়ে ভর্তি হতে পারি তাহলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হবে। তাই এই.এস.সি. পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমি ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা শুরু করে দিই এবং সকলের আর্শীবাদে একটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। তাই বলবো HELP-ই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। এজন্য HELP প্রোগ্রামে যারা আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছেন তাদের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আমি আরও কৃতজ্ঞ আমার স্কুল শিক্ষক জনাব মো:

ছায়েদ এবং মিসেস হিমা চাকমার প্রতি। কারণ আমি ছায়েদ স্যারের সাহায্যে হিমা ম্যাডামের মাধ্যমে HELP এর সাথে পরিচিতি অর্জন করতে পেরেছি।

পরিশেষে আমি মোনঘর কর্তৃপক্ষ ও দি মোনঘরীয়ান্স নিকট এবং আমার উচ্চ শিক্ষার লাভের জন্য সুযোগ প্রদানকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকা মন্ডলীর কাছ থেকে আর্শীবাদ প্রার্থনা করি- আমি যে আশা আর উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি তা সফলভাবে শেষ করতে পারি এবং ভবিষ্যতে HELP এর কার্যক্রমকে আরো বেশি প্রসারিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারি।

রুপিয়া চাকমা
১ম বর্ষ, ফুড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

হেল্প-ই আমার উচ্চশিক্ষায় সহায়

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই উচ্চশিক্ষা গ্রহনের ইচ্ছা থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে যে কারোর এটি সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। আমি যখন এইচ.এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই তখন আমার পরিবার কিভাবে পড়াশুনার খরচ চালাবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আমি পরিবারের কাছে মোনঘরের হেল্প এর কথা বললে তারা কিছুটা আশাবাদী হয়ে ওঠে। আমি এখন মোনঘরের হেল্প প্রোগ্রাম থেকে প্রতি মাসে ২০০০(দুই হাজার টাকা) পাই। যদিও পড়াশুনার খরচের জন্য এগুলো যথেষ্ট নয়- কিন্তু উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমার কাছে তা যথেষ্ট সহায়ক। আমার বাবা একজন কৃষক হওয়ায় তার পক্ষে প্রতি মাসে ঐ পরিমাণ টাকা দেয়া সম্ভব হয় না। তিনি যখনি পারেন- কিছু টাকা দিয়ে দেন। আসলে দুই হাজার টাকার মধ্যে একটা উদ্দীপ্ত চেতনা কাজ করে। আমি যখন প্রতিষ্ঠিত হব তখন সাধ্যমত চেষ্টা করব হেল্প এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে সহযোগিতা দিতে।

উৎপল চাকমা
১ম বর্ষ, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

HELP and my study

I am very glad to write my feelings about 'HELP' PROGRAM because this program has been helping to me out financially siince my college life. I think that such a contribution towards student is absolutely great work. It makes me a little comfortable at the end of the month. In the context of Chittagong Hill Tracts, specially in educational sector as a lot of students come from poor family that's why they find its hardship to maintain their study-related expenses. In this case HELF is the only

hope for us. In my opinion, there are some reasons behind it as follows: (a) HELP offers us loans with insignificant interest so that we have believe in it, (b) Conditions are comparatively flexible.

For now, its one of the achievements is most of the students under it feel more confident that they don't need to be concerned any more about their monthly expenses.

Jess Chakma
3rd year, International relations, CU

Moanoghar, a light house of CHT

As a glimmer of hope, Moanoghar can be compared with "Light House"of Chittagong Hill Tracts. For establishing social harmony and expanding education in this region the institution has a remarkable contribution. It has assembled all the ethnic minorities of CHT in one place.

In evolutionary history of civilization, it is marked a vestige that some distinctive educational institutions play a pivotal role in social and cultural development of particular region. By providing education and practicing knowledge sometimes the institutions shape a nation, unite a society or even could build a new civilization. For example, Nalanda University in ancient Indian Sub-continent, Oxford University in England and Dhaka University in Bangladesh. I think Moanoghar is just like one of these renowned institutions for the people of this hilly region.

The MOANOGHARIANS is a voluntary organization which was formed by the former students of Moanoghar. From the very begining of this organization, it has launched a program of fraternity or circle of cooperation named "HELP". With the support of HELP many indigent meritorious students from CHT are carrying out their Higher Studies in various Universities or other higher educational institutes. As a result, the light of education is being spreaded out throughout the whole area of CHT.

I hope and believe that the "Circle of Cooperation" will motivate the people of CHT towards social advancement. It works as a basis for establishing the right of self determination of any community or nation.

Being a glorious part of the program, I wish for successive progress of this noble initiative.

Ronal Chakma
MA in English, University of Dhaka

HELP is the "PIONEER"

I heard about Moanoghar when I was in class 9 or 10. But I had no idea about their activities, aims and objectives and especially about their Higher Educational Loan Program (HELP). When I was a second year student of intermediate I came to know about "HELP". Last year I applied for educational help to Moanoghar and now I am one of the beneficiaries of the HELP.

Now HELP is working as a Pioneer to me for achieving higher education in my life. I think HELP is always supporting me and when I deviated from my educational path it's always forbidden me to do this. HELP is constantly encouraging me to struggle against hardship. In a word HELP is a source of power particularly for the students like us which help remove all sorts of obstruction to receiving education.

I thanks to all of the contributors of HELP and The Moanogharians too. I hope HELP will always be affiliated with Moanoghar. And here I do promise myself, after the completion of my higher education I will try to do my best for the HELP.

May the "HELP" live long and spread out his educational light everywhere in our beloved Hill Tracts.

Souhardya Chakma
3rd year, Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering & Technology (CUET)

A WALK ALONG WITH MOANOGHAR & HELP

Moanoghar is known to me by Ven. Shraddhalankar Bhante who is one of the founder members of Moanoghar. Sometimes he would tell about the dreams of Moanoghar, the sense of Moanoghar. In 2014 then I joined Moanoghar as a hostel superintendent besically for serving school's students & a little bit supporting me too. After coming to the Moanoghar I came to know about the HELP which is the part of fulfilling Moanoghar's dreams & helping those students who have no ability to receive higher education like me. Fortunately in this year I came under the scheme of financial aid of the HELP. In fact, I have a dream and it is with the society. For coming true my dream so far, the contribution of HELP is immense. I would like to convey my endless gratitude to Moanoghar & all the contributors of HELP for dedicating themselves to such kind of a great job.

Trilokpriya chakma
1st year, Dept. of Finance, University of Chittagong

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
বিশ্ববিদ্যালয়

অমর শান্তি চাকমা

অমিয় দেওয়ান

অননিতা চাকমা

অন্তর দেওয়ান

অনুপম চাকমা

অংশি চিং মারমা

অর্পন চাকমা

বাবু ধন চাকমা

বিদর্শন দেওয়ান

বিভা চাকমা

ডসিংনু মারমা

দিনত চাকমা

হেভেন চাকমা

হীরা চাকমা

হেলি চাকমা

হিমেল চাকমা

হিতৈষী চাকমা

জেরিকো চাকমা

জেস চাকমা

যোগ্যশ্বর ত্রিপুরা

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
বিশ্ববিদ্যালয়

কাজলিকা দেওয়ান

লিটন চাকমা

মিন্টু চাকমা

মিটুন তঞ্চঙ্গ্যা

ম্রাগ্য প্রু মারমা

নিপন ত্রিপুরা

নিশাকর চাকমা

পাইমং মারমা

পল্লব চাকমা

প্রকাশন চাকমা

পুরক চাকমা

রাসেল চাকমা

রেং ইয়ং ম্রো

রিকুনা ত্রিপুরা

রোনাল চাকমা

রুপিয়া চাকমা

সচিব চাকমা

শান্তি জীবন চাকমা

শুভকর চাকমা

সিংচাথুই খিয়াং

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
বিশ্ববিদ্যালয়

সৌহার্দ্য চাকমা

সুচিনা চাকমা

সুইপ্রু মারমা

সুলভ চাকমা

সুনীল চাকমা

সুপন চাকমা

তপন চাকমা

থৈ অং মারমা

তিলক প্রিয় চাকমা

তিশা চাকমা

তুহিন চাকমা

উজানী চাকমা

উখিং চাক

উলাচিং চাক

উৎপল চাকমা

ভানরাম থ্লির বম

বিশ্বান্তর চাকমা

রুনি চাকমা

মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং

অন্বেষা চাকমা

অপূর্বা চাকমা

দীপন চাকমা

জিগীষা চাকমা

মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং

প্রিয়াংকা চাকমা

সাপ্লী চাকমা

সুইক্রই মারমা

পলিটেকনিক

অসীম চাকমা

গ্রীনিচ চাকমা

নিটোল চাকমা

প্রনয় চাকমা

সুপন চাকমা

এইচ, এস, সি সমাপনি' ১৭

অন্তরা চাকমা

রিনীকা চাকমা

চিত্রের মাধ্যমে এক নজরে হেল্প

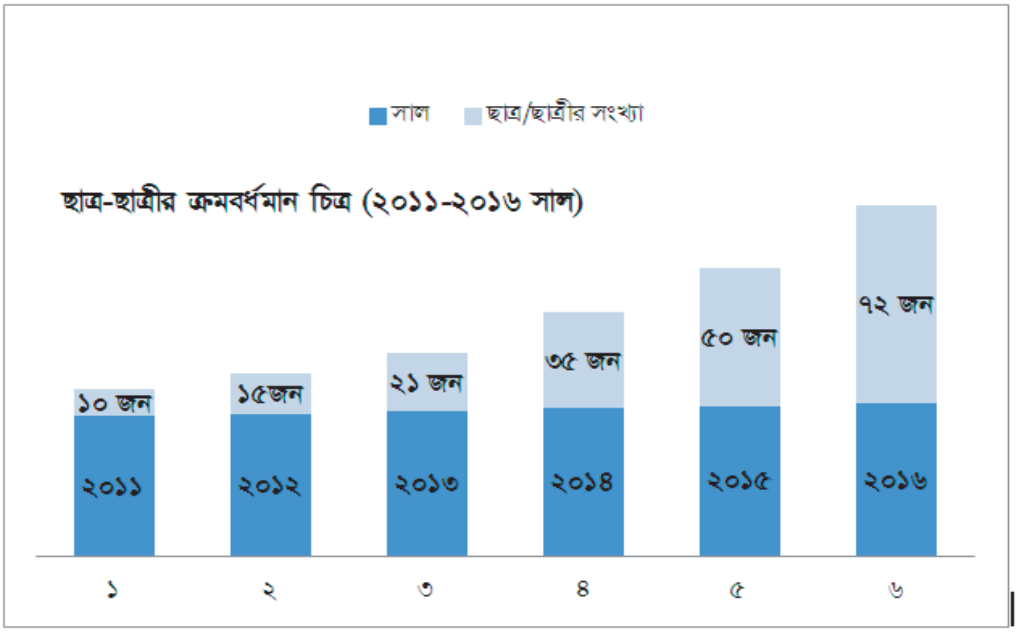

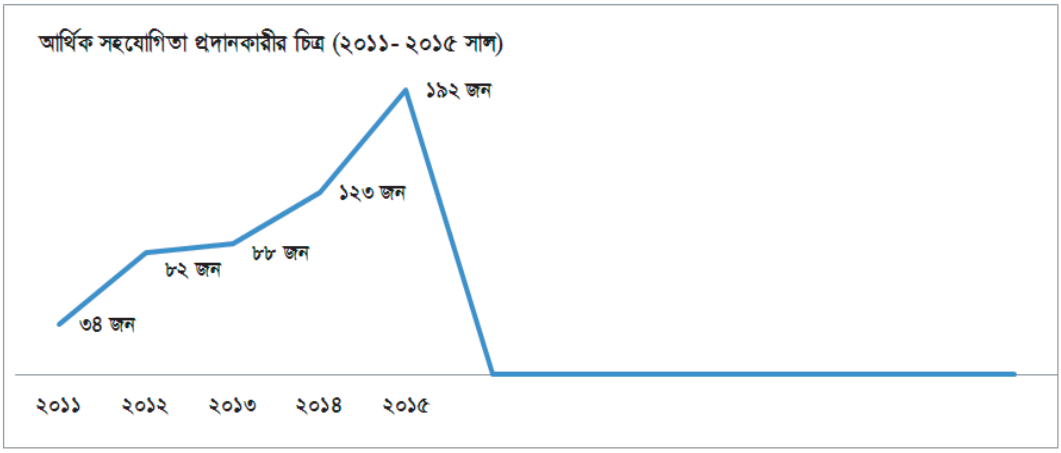

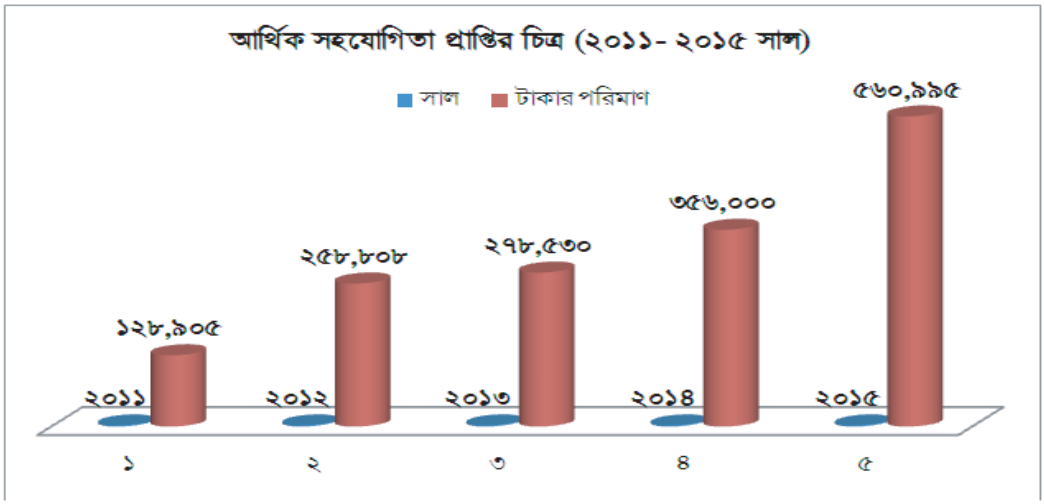

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ

পটভূমিঃ মোনঘরে বর্তমানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলা থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নয় করছে। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সারা বছরে ৭৫০-৮১০ এর মধ্যে থাকে। এখানকার প্রায় সব ছেলে-মেয়েরা পার্বত্য অঞ্চলের খুবই দুর্গম এলাকা থেকে এসে ভর্তি হয় যেখানে কোন স্কুল বা লেখাপড়া করার সুযোগ নেই। আর্থিকভাবেও তারা খুবই গরীব। তাদের মধ্য থেকে আবার অনেক এতিম ছেলেমেয়ে রয়েছে যাদের বাবা বা মা অথবা উভয়-ই নেই। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। এসএসসি পাশের পর বর্তমানে সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মোনঘরে থেকে এইসএসসি বা কলেজ পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এসএসসি বা এইসএসসি পাশের পর কি হবে(?) এই প্রশ্ন থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ২০১১ সালে 'দি মোনঘরীয়ান্স' মোনঘর উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীটি পুনরুজ্জীবন করতে এগিয়ে আসে। মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাস্তবতার নীরিখে এ কর্মসূচীটিকে আর স্থগিত রাখা বা প্রতি বছর নতুন ছাত্র-ছাত্রী অর্ন্তভুক্তকরণ স্থগিত করা যাচ্ছে না। মোনঘর তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এ কর্মসূচী চলমান রাখা অত্যন্ত জরুরী। কোন কারণে এ কর্মসূচী স্থগিত/বন্ধ হয়ে গেলে ঐ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ-উদ্দীপনার উপর নিঃসন্দেহে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই স্বাভাবিকভাবে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাটা প্রতি বছর বেড়ে চলছে।

একথা সর্বজনবিধিত যে, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষমানব সম্পদ অপরিহার্য। তাই সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের স্বার্থে এ 'হেল্প' কর্মসূচী চলমান রাখা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন সকলের সন্মলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা। গত ১৬-১৭ জানুয়ারী ২০১৫ সাল, মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ছিল মোনঘর উচ্চ শিক্ষা কর্মসূচী বা 'হেল্প'। তাই মোনঘর কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষার এ কার্যক্রমকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এই বিষয়ে সবার সহায়তা ও পরামর্শ চাওয়া এবং সর্বোপরি মোনঘরের সাম্প্রতিক সময়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার জন্যে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে রাংঙ্গামাটিস্থ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সাবারাং রেস্টুরেন্টে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বলা হয় যে মোনঘর সুদীর্ঘ সময় ধরে বিশাল একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হলেও এসএসসি পাশ পর্যন্ত শত শত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাই সমাজের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখাটা জরুরী। উক্ত সভায় উচ্চশিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে নেওয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত সুধীবৃন্দ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। এই প্রেক্ষিতে উক্ত মিটিংএ প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে 'মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ' গঠন করা হয়।

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের কাজ হলো বিভিন্ন পেশাজীবি ও নাগরিক সমাজকে মোনঘর বিষয়ে অবগত করা এবং তাদেরকে মোনঘরের উচ্চশিক্ষা কর্মসূচিতে সহযোগিতার আহ্বান জানানো। সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের সাথে মোনঘরের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরী করা। রাঙ্গামাটিতে মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ গঠনের কিছু সময় পর খাগড়াছড়িতেও সেখানকার নাগরিক সমাজের উপস্থিতিতে উক্ত সাপোর্ট গ্রুপ গঠন করা হয়। এভাবে মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয়।

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ
খাগড়াছড়ি
তারিখ- ২৫ মার্চ ২০১৬ (পুনর্গঠিত)

ক্রঃনং	নাম	পদবী
১	প্রফেসর বোধিসত্ত্ব দেওয়ান	আহবায়ক
২	মিজ. শতরূপা চাকমা	যুগ্ম আহবায়ক
৩	ডাঃ জওহর লাল চাকমা	যুগ্ম আহবায়ক
৪	মি. জিতেন চাকমা	সদস্য সচিব
৫	মিজ. বেলী চাকমা	সদস্য
৬	মি. মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা	সদস্য
৭	মি. প্রিয় কুমার চাকমা	সদস্য
৮	মি. সুমেধ চাকমা	সদস্য
৯	মি. চন্দ্রোদয় চাকমা	সদস্য
১০	মি. চম্পানন চাকমা	সদস্য
১১	মি. অনন্ত ত্রিপুরা	সদস্য
১২	মি. উচিং মং চৌধুরী	সদস্য
১৩	মি. সুযশ চাকমা	সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ
১. ড. সুধীন কুমার চাকমা
২. মি. মধু মঙ্গল চাকমা
৩. মি. অর্ধেন্দু শেখর চাকমা

মোনঘর সাপোর্ট গ্রুপ
রাঙ্গামাটি
তারিখঃ ৬ মে, ২০১৬ (পুনর্গঠিত)

ক্রঃনং	নাম	পদবী
১	ডাঃ পরশ খীসা	আহ্বায়ক
২	মি. প্রতুল চন্দ্র দেওয়ান	সদস্য সচিব
৩	মি. বিপ্লব চাকমা	সদস্য
৪	মি. সমর বিজয় চাকমা	সদস্য
৫	মি. সুপ্রিয় ত্রিপুরা	সদস্য
৬	মি. শান্তনু চাকমা	সদস্য
৭	মি. অশোক কুমার চাকমা	সদস্য
৮	মিজ. নাই উ প্রু মারমা	সদস্য
৯	মি. অম্লান চাকমা	সদস্য
১০	মি. দীপোজ্জ্বল খীসা	সদস্য
১১	মি. উচি মং চৌধুরী	সদস্য
১২	মিজ. সুচরিতা চাকমা	সদস্য
১৩	মি. চঞ্চু চাকমা	সদস্য
১৪	মিজ. লিনা লুসাই	সদস্য
১৫	মিজ. মুক্তাশ্রী চাকমা	সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ
১. প্রফেসর মংসানু চৌধুরী
২. প্রফেসর বাঞ্চিতা চাকমা
৩. মি. তুষার কান্তি চাকমা
৪. মি. অরনেন্দু ত্রিপুরা

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব

প্রতিবেদনের সময়ঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৬

ক্র:	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
	পূর্বের জের (৩০ জুন ২০১৫)ঃ	২৫,৯৯১	
১।	হাতে নগদ	৩,৮৯২	
	ব্যাংক নগদ	২২,০৯৯	
২।	আয়		
ক)	মাসিক চাঁদা	৪৯৯,০৫০	
খ)	এককালীন চাঁদা	১৫৭,৬০০	
গ)	বাৎসরিক চাঁদা	৮৩,৫০০	
ঘ)	ব্যাংক সুদ	৫৫৫	জুলাই'১৫- জুন'১৬
	উপ-মোট	৭৪০৭০৫	
	মোট	৭৬৬,৬৯৬	(১+২)

৩।	ব্যয়		
	হেল্প এর জন্য ট্রান্সফার	৬৪৩,৪০০	জুলাই'১৫- জুন'১৬
	ভলান্টিয়ার সন্মানি বাবদ	২৪,০০০	
	কিছু ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত সহযোগিতা বাবদ	২১,৫০০	
	জ্বালানী (মোটর সাইকেলের জন্য অকটেন)	১২,৮৮০	
	বুকলেট এবং লিপলেট প্রিন্টিং	১৭,২০০	
	যোগাযোগ এবং যাতায়াত	৮,০৭০	
	সাইকেল ১টি (খাগড়াছড়ি ভলান্টিয়ারের জন্য)	৬,৪৫০	
	অফিস স্টেশনারী	৮৮৫	
	ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ, এসএমএস চার্জ	৫৬৭	ব্যাংক
	ছাত্র-ছাত্রীদের (হেল্প) নিয়ে দুপুরের খাবার	২৯৪০	আংশিক খরচ
	দুই বছরের অডিট খরচ	৬৩০০	অডিট ফার্ম
	মোট	৭৪৪,১৯২	

৪।	স্থিতি (৩০ জুন ২০১৬)	২২,৫০৪	
	হাতে নাগাদ	৮,১৬৭	
	ব্যাংক	১৪,৩৩৭	

জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি থেকে যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের তালিকাঃ (আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো)

১ অরুন কান্তি চাকমা-১
২ অর্চনা তালুকদার
৩ অমল কুমার চাকমা
৪ অশোক কুমার চাকমা
৫ অরুন কান্তি চাকমা-২
৬ অরুন কান্তি চাকমা-৩
৭ অরুন বিকাশ বড়ুয়া
৮ অশোক কুমার খীসা
৯ অনুমোদর্শী দেওয়ান
১০ অনুময় চাকমা
১১ অনিমেষ চাকমা
১২ অবিরত চাকমা
১৩ আলো চাকমা
১৪ আনন্দ মিত্র চাকমা
১৫ ডাঃ আশিষ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
১৬ আনন্দ তিষ্য চাকমা
১৭ আলোরন চাকমা
১৮ আপ্রু র্মামা
১৯ উচিমং চৌধুরী
২০ উজ্জল কান্তি দেওয়ান
২১ এ্যাডঃ উষাময় খীসা
২২ এ এফ এম ফেরদৌস
২৩ উজ্জ্বল কান্তি চাকমা
২৪ কিরন ময় চাকমা
২৫ কুসুম চাকমা
২৬ কীর্তি লংকার চাক
২৭ ক্যমং উ র্মামা
২৮ কানন দেবী চাকমা
২৯ কমল জ্যোতি চাকমা
৩০ খোকন বিকাশ বড়ুয়া
৩১ জ্ঞান দীপ্ত চাকমা
৩২ গুনলংকার ভিক্ষু
৩৩ ডঃ গঙ্গা মানিক চাকমা
৩৪ গৈরিকা চাকমা
৩৫ গোলাম মোস্তফা কামাল
৩৬ চিন্ময়ী চাকমা
৩৭ ডাঃ চৈলুমং চাক
৩৮ এ্যাডঃ চঞ্চু চাকমা
৩৯ চারু বিকাশ ত্রিপুরা
৪০ জিনি চাকমা
৪১ জয়সী চাকমা
৪২ জটিল বিহারী চাকমা
৪৩ জীবন বিকাশ চাকমা
৪৪ জগৎ জ্যোতি চাকমা
৪৫ জুলিয়েন চাকমা
৪৬ ঝিমিত ঝিমিত চাকমা
৪৭ ঝুমা দেওয়ান
৪৮ টিটো চাকমা
৪৯ এ্যাডঃ তোষন চাকমা
৫০ দিলীপ কুমার চাকমা
৫১ দীপক চাকমা
৫২ দীপায়ন চাকমা
৫৩ দ্বীপ উজ্জ্বল চাকমা
৫৪ দয়াল মোহন চাকমা
৫৫ দেবাশীষ খীসা
৫৬ দুর্গেশ্বর চাকমা
৫৭ দুকুল কান্তি চাকমা
৫৮ ধ্রুব চাকমা
৫৯ ধর্মকীর্তি চাকমা
৬০ নবীন ধর চাকমা
৬১ নিরুপম চাকমা
৬২ নন্দ কিশোর চাকমা
৬৩ নাদিয়া রায়
৬৪ নিহার কান্তি চাকমা
৬৫ নিরমনি চাকমা
৬৬ নির্মল চাকমা
৬৭ নিখিল মিত্র চাকমা
৬৮ নিখিলেস চাকমা

৬৯ পূর্ণ জ্যোতি চাকমা
৭০ পবিত্র ময় চাকমা
৭১ পদ্মাদেবী চাকমা
৭২ পলাশ খীসা
৭৩ পুলক রায়
৭৪ প্রনয়ন খীসা
৭৫ প্রতিপদ দেওয়ান
৭৬ প্রিয় জীবন তালুকদার
৭৭ প্রমোদ শেখর চাকমা
৭৮ প্রতিষ্ঠা চাকমা
৭৯ বাতায়ন চাকমা
৮০ বিমলেনী চাকমা
৮১ বীর কুমার চাকমা
৮২ বুদ্ধ দত্ত ভিক্ষু
৮৩ বিপ্লব চাকমা-১
৮৪ বিপ্লব চাকমা-২
৮৫ বিহিতা বিধান খীসা
৮৬ বিশ্বনাথ চাকমা
৮৭ বিপম চাকমা
৮৮ বাঞ্চিতা চাকমা
৮৯ বিপ্লব চাকমা-৩
৯০ বিপাশ খীসা
৯১ ভাগ্য মনি চাকমা
৯২ মঙ্গল কুমার চাকমা
৯৩ মানষ মুকুল চাকমা
৯৪ মান্তবী চাকমা
৯৫ মানিক চাকমা
৯৬ মানবী চাকমা
৯৭ মেমোরি চাকমা
৯৮ মনতোষ চাকমা
৯৯ মিহির কান্তি চাকমা
১০০ মৃত্তিকা রঞ্জন চাকমা
১০১ শার্লিন চাকমা
১০২ রেবতি চাকমা
১০৩ রিকো চাকমা
১০৪ রিপা চাকমা
১০৫ রনেল চাকমা
১০৬ রতন কুমার চাকমা
১০৭ রবীন্দ্র চাকমা
১০৮ লিলি দেওয়ান
১০৯ লিটন চাকমা
১১০ লিনা জেসমিন লুসাই
১১১ শশাংক বিকাশ চাকমা
১১২ শান্তিময় চাকমা
১১৩ শিশির কান্তি চাকমা
১১৪ শান্তনু চাকমা
১১৫ শুভদর্শী ভিক্ষু
১১৬ শান্তি কুমার চাকমা
১১৭ শ্রদ্ধালংকার মহাথের
১১৮ সত্যদর্শী ভিক্ষু
১১৯ সুচিত্র চাকমা
১২০ সুদর্শী চাকমা
১২১ স্বপন কুমার চাকমা
১২২ সুকৃতি চাকমা
১২৩ শুভ্র ময় চাকমা
১২৪ সোনাধন চাকমা
১২৫ সুখী প্রিয় চাকমা
১২৬ সুর্পনা চাকমা
১২৭ সুখেশ্বর চাকমা
১২৮ সুনীল বরন চাকমা
১২৯ সুজাতা চাকমা
১৩০ সুফল চাকমা
১৩১ সমর বিজয় চাকমা
১৩২ সুজন চাকমা
১৩৩ সুরজা চাকমা
১৩৪ সায়ন দেওয়ান
১৩৫ সোনাবী চাকমা
১৩৬ সত্রং চাকমা
১৩৭ সতীশ কান্তি চাকমা
১৩৮ সুরতি চাকমা
১৩৯ সুরেশ মনি চাকমা
১৪০ সন্ধ্যা চাকমা
১৪১ হীরক দেওয়ান
১৪২ হেমন্ত বিকাশ চাকমা
১৪৩ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ১জন

জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি থেকে যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের তালিকাঃ (আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো)

১ অনিল বরন চাকমা
২ এ্যাডঃ অনুপম চাকমা
৩ অর্ধেন্দু শেখর চাকমা
৪ অবর্না চাকমা
৫ উচিং মং চৌধুরী
৬ গঙ্গা বিজয় চাকমা
৭ চন্দ্রোদয় চাকমা
৮ সিএইসটিআরডিপি- ২ স্টাপ
৯ জিতেন চাকমা
১০ ডাঃ জয়া চাকমা
১১ জওহর লাল চাকমা
১২ জ্ঞান প্রিয় চাকমা
১৩ দিজেন্দ্র লাল চাকমা
১৪ দীলিপ কুমার চাকমা
১৫ ডাঃ টুটুল চাকমা
১৬ তপন চাকমা
১৭ তুষার কান্তি চাকমা
১৮ নিরোদ বরণ চাকমা
১৯ ননি গোপাল ত্রিপুরা
২০ নান্টু চাকমা
২১ পদ্ম রঞ্জন চাকমা
২২ প্রিয়তর চাকমা
২৩ প্রিয় কুমার চাকমা
২৪ প্রবৃত্তি কুমার চাকমা
২৫ বোধি সত্ত্ব দেওয়ান
২৬ বিনোদন ত্রিপুরা
২৭ বিরো কিশোর চাকমা
২৮ বেলি চাকমা
২০ বিজয় কুমার চাকমা
৩০ মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
৩১ মৃনালেন্দু চাকমা
৩২ মধু মঙ্গল চাকমা
৩৩ মেরিট চাকমা
৩৪ যুগান্তর চাকমা
৩৫ যোগ সাধন চাকমা
৩৬ রবিধন চাকমা
৩৭ রতন কুমার চাকমা
৩৮ রাজিব চাকমা
৩৯ রিতেশ চাকমা
৪০ লুপিন দেওয়ান
৪১ ডাঃ সঞ্জিব ত্রিপুরা
৪২ সুমেধ চাকমা
৪৩ সুখ ময় খীসা
৪৪ সুগত দর্শী চাকমা
৪৫ সুজিত মিত্র চাকমা
৪৬ সুদর্শী চাকমা
৪৭ সুযশ চাকমা
৪৮ সুজিত মিত্র চাকমা
৪৯ সুমনা চাকমা
৫০ সুশীল জীবন চাকমা
৫১ সূর্য ব্রত ত্রিপুরা
৫২ ডাঃ শহীদ তালুকদার
৫৩ শৈলেন্দু ভূষণ চাকমা
৫৪ শতরুপা চাকমা
৫৫ হেমন্ত বিকাশ চাকমা
৫৬ হাঁসু চাকমা

অন্যান্য অঞ্চল থেকে যারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন-

১ প্রীতি কুসুম চাকমা বান্দরবান
২ কিংরো ম্রো বান্দরবান
৩ চারু বিকাশ ত্রিপুরা বান্দরবান
৪ তর্পন দেওয়ান বান্দরবান
৫ পাইংখো ম্রো বান্দরবান
৬ রামপ্লাম ম্রো বান্দরবান
৭ নিপুন চাকমা চট্টগ্রাম
৮ শ্রাবনী চাকমা চট্টগ্রাম
৯ হেমল চাকমা চট্টগ্রাম
১০ উত্তম চাকমা চট্টগ্রাম
১১ কীর্তি নিশান চাকমা ঢাকা
১২ ধনমনি চাকমা ঢাকা
১৩ ইন্দ্রজিৎ দাশ ঢাকা
১৪ রনেল চাকমা (মানিক) ঢাকা
১৫ যতন মারমা ঢাকা
১৬ সুইট খীসা কানাডা

বিঃ দ্রঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামের তালিকায় বানানে ভুল হতে পারে এবং তা সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর করলে কৃতজ্ঞ হব।

আপনার সামান্য সহযোগিতায় একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে

'হেল্প' মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। চরম দরিদ্রতার কারণে এসএসসি বা এইসএসসি পাশের পর প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে বা তাদের মেধা বিকশিত হতে পারছে না। প্রতি বছর হেল্প-এ আবেদনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেন। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সবাইকে সহযোগিতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সবারই কম-বেশি আর্থিক টানাপোড়েন থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা যদি যে যার অবস্থান থেকে আজকে একটু ত্যাগ স্বীকার করে এ মহতি উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারি তাহলে তার সুফল ভোগ করবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা সমগ্র দেশ ও জাতি।

আমরা অনেকেই হয়তো হাজার টাকা দিতে পারবো না, কিন্তু চেষ্টা করলে একশ থেকে শুরু করে কয়েক শত টাকা দান করতে পারবো। সহস্রজনে যদি শতটাকা করে দিতে পারি, তাহলে সেটাই হবে আমাদের বড় শক্তি। আজকে আপনার সামান্য সহযোগিতা হতে পারে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার। পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাময়ী অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণে আপনিও হেলপ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

আর্থিক সহযোগিতার জন্যে আমাদের হিসাব নিম্নরূপঃ

Account Name: The Moanogharians - HELP
A/C No.: ০০৪৮-০৩১০০০৭৯২০
Trust Bank Limited, Rangamati Branch

এছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও অর্থ পাঠানো যাবেঃ বিকাশ নম্বর - ০১৮১৮৪৫৯৪১৭।

আমরা আর্থিক হিসাবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে আমরা 'হেল্প'-এর যাবতীয় হিসাব সকল আর্থিক সহযোগিতা প্রদানকারীকে এসএমএস/ই-মেইলে এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করে থাকি। 'হেল্প' সম্পর্কিত যে কোন তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করা যাবেঃ

ফোন নং- ০৩৫১-৬১২০৬, মোবাইলঃ ০১৫৫৬৫২৯৯৪৩

ই-মেইলঃ nanda.k.chakma@gmail.com/moano.gharians@yahoo.com